দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 15 DEC 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

33

মিশনারী স্কুল

মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাও ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না

আহমেদ দীপু

মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত স্কুল-কলেজসমূহে ভর্তির প্রচলিত নিয়ম অনুসৃত হচ্ছে না। ঢাকায় অবস্থিত মিশনারীদের বেশ কয়েকটি নামীদামী স্কুল-কলেজের বিরুদ্ধে অভিভাবকসহ সমাজের বিভিন্ন

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্তরের লোকজন এই অভিযোগ করেছেন। এতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা এখানে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে স্কুল-কলেজসমূহের মানের ক্রমাবনতি ঘটছে।

অভিযোগকারীরা জানিয়েছেন, অনিয়মটা মূলত স্কুল পর্যায়ে ভর্তির সময়ই বেশি হয়ে থাকে। এই পর্যায়ে নিজেদের ইচ্ছামত নিয়ম করে মেধার পরিবর্তে ধর্মভিত্তিক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করছে। মিশনারীদের অধিকাংশ স্কুলেই তৃতীয় শ্রেণী থেকে ভর্তি শুরু হয়। দেশের অন্যান্য স্কুলের মতো এসব প্রতিষ্ঠানেও ভর্তির জন্য আবেদনপত্র আহবান করা হয়। যথারীতি সচেতন অভিভাবকরা আবেদনপত্র জমা দিয়ে নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, প্রত্যেক স্কুলে একটি সিটের জন্য কমপক্ষে সাত-আটজন প্রতিযোগী থাকে। প্রত্যেককেই তিন শ' নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। জানা গেছে, এই ভর্তির পরীক্ষা শুধুই লৌকিকতা। পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভর্তি নির্ভর করে না। এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ মেধার চেয়ে ধর্মকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। মিশনারীদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে শতকরা ৭৫ জন খ্রীষ্টান ছাত্রছাত্রী কোন ধরনের প্রতিযোগিতা ছাড়াই ভর্তির সুযোগ পাওয়ার কথা। এই নিয়মের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ প্রায় সময়ই মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ফলে যত খ্রীষ্টান ছাত্রছাত্রী আবেদন করে প্রথমেই তাদের ভর্তি করে নেয়া হয়। অলিখিতভাবে দ্বিতীয় সুযোগ দেয়া হয় হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীদের। এরপর যদি আসন খালি থাকে তাহলে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে আবার একেক স্কুলে একেক রকম নিয়ম মানা হয়ে থাকে। একটিতে অভিভাবকদের সামনে উন্মুক্ত লটারির মাধ্যমে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করা হয়। মেধার কোন প্রশ্ন নেই। লটারিতে যে জিতবে ভর্তি হবে সেই। আবার কোন স্কুলে তিন শ' নম্বরের পরীক্ষার মধ্যে কমপক্ষে ২৭৫ নম্বর না পেলে তাকে ভর্তির যোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা হবে না।

খ্রীষ্টান ছাত্রছাত্রীদের মেধা যাচাই না করে ভর্তি করায় প্রতিষ্ঠানসমূহের মান ক্রমশই অবনতি ঘটছে। এছাড়া তাদের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের যেসব অখ্রীষ্টান ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভর্তি হচ্ছে তাদের মেধার সঙ্গেও খ্রীষ্টান ছাত্রছাত্রীরা পেরে উঠছে না। ফলে অধিকাংশ সময়ই খ্রীষ্টান ছাত্রছাত্রীদের পিছনের সারিতে বসতে হচ্ছে এবং স্কুলের গণ্ডি না পেরিয়ে অনেকেই ঝড়ে যাচ্ছে বলেও খবর পাওয়া গেছে।

মিশনারী স্কুলগুলোতে ভর্তির জন্য কোচিং সেন্টারেরও জন্ম হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে এসব কোচিং সেন্টারের পিছনে রয়েছে মিশনারী স্কুলসমূহের কর্মচারীবৃন্দ। যারা অধিকাংশই খ্রীষ্টান। মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ কতটা রয়েছে এটা নিশ্চিত জেনেও এরা অভিভাবকদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। একজন ছাত্রের কাছ থেকে এরা প্রতিমাসে এক হাজার থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করছে।

ভর্তির বিষয়টি নিয়ে জনকণ্ঠের পক্ষ থেকে নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ জে এস পিসাতো'র সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি বলেন, যেহেতু খ্রীষ্টান সম্প্রদায় পরিচালিত স্কুল, সুতরাং এখানে অবশ্যই খ্রীষ্টান ছাত্রছাত্রীরা অগ্রাধিকার পাবে। তিনি বলেন, প্রথম দিকে খ্রীষ্টান ছেলেমেয়েদের জন্যই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষার গুণগত মান এবং পরিবেশগত কারণে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হতে থাকে। হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারে বলেন, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে মিশনারীদের স্কুলে তারা মানসিকভাবে বেশি নিরাপত্তা বোধ করে। তাই তারা এখানে ভর্তি হতে আসে বেশি পরিমাণে। তিনি লটারির মাধ্যমে ভর্তির বিষয়টিও স্বীকার করেন। তবে মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এটা মানতে চান না এবং কোন যুক্তিও দেখাতে পারেননি।

উল্লেখ্য, হলিক্রস, সেন্ট জোসেফ, সেন্ট গ্রেগরী, সেন্ট জেভিয়ারস, নটরডেম প্রভৃতি স্কুল-কলেজের বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। অখ্রীষ্টান ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় অভিন্ন নীতিমালাই অনুসরণ করা হচ্ছে। এতে মেধার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারছে না, একই সঙ্গে অভিভাবকরা হচ্ছেন চরমভাবে হয়রানির স্বীকার।